বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আস সাহাব মিডিয়া পরিবেশিত

আবু দুজানা হাফিজাহুল্লা এর শব্দমালা

শিরোনাম
এইতো আমাদের বার্তা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রভূ, দুরুদ ও সালাম নবী রাসুলদের সরদারের উপর, তার পরিবার সাথীবর্গের উপর, আর কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাদের অনুসরনকারীদের উপর। আম্মা বাদ।

কুফুরী জাতী ও মুরতাদ জাতীসত্বা প্রত্যেক দিকপ্রান্ত হতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একেঅপরকে উস্কে দিচ্ছে। এ কারনে যে মুসলিম জনপদসমূহ যে সমস্ত বিষয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। মুসলিম বিশ্ব আজ লাঞ্চনা-বঞ্চনা ও নিকৃষ্ট শাস্তির যাতাকলে। ভূমিকে ধ্বংস করা হচ্ছে দ্বীনদারদের ভ্রষ্ট করা হচ্ছে।কোমলমতিরা ধর্ষিত হচ্ছে ,

নারী-পুরুষ, শিশুরা নিহত হচ্ছে। মুসলিম জনপদ নিয়ে যত্তসব নোংরা খেলায় মত্ত হয়েছে, যা ভাষায় প্রকাশ করার মত না। আল্লাহই সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে মুজাহিদ হিসেবে বেছে নিয়েছেন, যারা আল্লাহর পথে নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করে না। যারা রোগ ও তার প্রতিকারের ব্যপারে সজাগ। আর এ তিক্ত পতন থেকে মুক্তির জন্য এ উম্মতের যা কর্তব্য সে সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত। আর তা হলো 'তাদের দ্বীন ও প্রভূর প্রতি প্রত্যাবর্তন। দাওয়াত ও জিহাদ ব্যতিত মুক্তির কোন পথ নাই। তাই তারা উম্মতের শত্র"দের বিরুদ্ধে বুকটান করে দাড়িয়েছে, তাদের প্রতিরক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে। তাদের সাহায্যে প্রয়াসী হয়েছে, উম্মতের নোংরামী দূর করছে। এতদাসত্ত্বেও তারা সংখ্যায় অনেক অল্প। কিন্তু বিরোধী, নিন্দাকারী ও পিছু লাগনেওয়ালার সংখ্যা অনেক বেশী। আর এটাই রাসূলের কথার উত্তম নমূনা যে, "আমার উম্মতের একটি দল সব সময় হক্বের উপর অটল থাকবে, যারা তাদের নিন্দা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা তাদের অবস্থায় অটল থাকবে, অবশেষে কেয়ামত এসে যাবে।"

দ্বীন ব্যতিত এ উম্মতের জন্য না পায়ের তলায় মাটি হবে, আর না কোন ক্ষমতা বা মর্যাদা আছে। আর দ্বীনের মর্যাদা অর্জনের সর্বোচ্চ বিষয় হল জিহাদ। ঐতিহাসিকভাবে প্রমানিত যে, উম্মত যখনি দ্বীন ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও তার নুসরাতের থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে, তখনি তাদের লাঞ্চনা-বঞ্চনা হীনতা-দীনতায় উম্মত জর্জরিত হয়েছে।

হে মর্যাদাবান উম্মত! বক্ষমান বার্তায় আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'দাওয়াত' ও 'জিহাদ', যে বিষয়ের জন্য আমাদের জান কোরবান করি, কষ্টের পাহাড় পরিশ্রমের সাগর মাথায় নিয়ে যা আমরা বেগবান করি, আমরা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান করি। ইবাদত, রাজত্ব,

(হাকিমিয়্যাত) ও জীবন পদ্ধতি (শরিয়ত) একমাত্র আল্লাহ তাআলার হিসেবে সাব্যস্ত করি, এমনিভাবে আমরা দাওয়াত দেই, তাগুতকে অস্বিকার করতে, শিরক ও তার বাহকদের থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষনা করি। আমরা আহবান করি ঐ শরিয়তের বিধানের যার কার্যকারীতা এখন আমাদের মাঝে অনুপুস্থিত। এ দ্বীনের সার্বভৌমত্ব যেমন বিরলতা দিয়ে শুরু হয়েছে সে অবস্থায় পুনরায় উপনিত হয়েছে।

নবীওয়ালা পদ্ধতিতে আমরা খেলাফত ফিরিয়ে আনার দাওয়াত দেই, মিথ্যা, অপব্যাক্ষা, চুক্তিভঙ্গের পথে নয়। ঐ খেলাফত যা প্রতিষ্ঠা হবে ন্যায়-ইনসাফ , শুরা, ভালবাসা, ঐক্যের ভিত্তিতে। যুলুম, মুসলিমদের কাফির প্রতিপন্ন, একত্ববাদীদের হত্যা ও মুজাহিদের কাতারে ভাংঘনের ভিত্তিতে নয়।

আমরা সমস্ত মুসলমানকে এক কালিমার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান করি , এমন ঝান্ডাতলে যা বিকৃত বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি মুক্ত।

আমরা সমস্ত মুসলমানকে আহবান করছি যে, যা তাদের জন্য ওয়াজিব মুশরিক, ইয়াহুদী-নাসারা ক্রুসেডার ইসলামী ভূমির জন্য প্রতিবন্ধকতাকারী, ও তাদের দোষর মুরতাদ ও দ্বীনে শরীয়তের বিকৃতকারী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা,

আমরা উম্মতকে শাম ও ইরাকের আমাদের মুসলিম ভাইদের সাহায্যের দাওয়াত দিচ্ছি। যারা তাদের ইজ্জত-আব্র“ ও দ্বীনের উপর হানা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। যেমন শীয়া নুসাইরিয়া, রাফেযী ইত্যাদি দ্বীন ও মিল্লাতের শত্র“দের বিরুদ্ধে। আমরা গবেষনা দেখেছি যে, বর্তমান সময়ে প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। সুতরাং জিহাদকে কোন দল বা গোষ্ঠির সাথে সীমবদ্ধ করা ঠিক হবে না। বরং জিহাদ হওয়া উচিত সমস্ত উম্মতের এমন নয় কিছু লোক তা আদায় করলে সমস্ত উম্মতের পক্ষ

থেকে তা আদায় হয়ে যাবে।
আমরা তাদের আহবান করব যে, এ দ্বীনের মধ্যে অপব্যাক্ষার পথ পরিহার করার। যেমন, গনতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের দাবী শরিয়তের দৃষ্টিতে যা ভ্রষ্টবলে প্রমানিত সেই মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা।
উম্মতে মুসলিমাকে আহবান করব যে, তারা যেন মুসলিম সন্তানদের অন্তরে "আকিদায়ে আল ওয়ালা ওয়াল বারা" কে মজবুত ভিতি গড়ে দেয়ার, যেন সে শুধূমাত্র মুমিনকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তার ভাষা, রং, গোত্র যাই হোক না কেন। এমনিভাবে কাফেরদের সাথে এমনিভাবে শত্র"তাপোষন করবে। শুতরাং আমাদের দ্বীনে মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য নাই একমাত্র তাকওয়া ও আমালে সালেহের ভিত্তিতে।
আমরা আহবান করব মুসলমানদের সাথে কোমলচিত্তপ্রদর্শন করার। ধীরে ধীরে সহি দ্বীনে দাওয়াত দিতে থাকবে, কোমলতা, হেকমত দয়া ও মহব্বতের সাথে হক্বকে তাদের নিকট স্পষ্ট করে দিতে হবে। যদ্ওি বা এর মাধ্যমে কঠিন যুদ্ধের সুচনা হয়ে যা।
পৃথিবীপৃষ্ঠে যে কোন জায়গায় মজলুম অসহায়দের সাহায্যের আহবাদন করব।
মহান আল্লাহ তা'আলার ত্ওাফিকে উপরোক্ত কাজগুলো করার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাতের প্রতি পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি শরয়ী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হবার আহবান করব। গোড়ামীও নয় অতি উদারতাও নয়, বাড়াবাড়ুওি নয়, ছাড়াছাড়ি ও নয়।
হে মুসলিম উম্মাহ!
বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির পথ অবলম্বনকারীদের থেকে সতর্ক থাকুন।
ইতিপূর্বে আমরা শিরকী গণতন্ত্রের পথ-পদ্ধতি অবলম্বনকারী মুসলমানদের দ্বারা উম্মাহ বড় পরীক্ষার সম্মুখিন হয়েছে। যা দ্বীনে শরীয়তের দলিল থেকে

মুসলিমদের পদস্খলনের পথ। গণতন্ত্র আবিস্কারকদের হাতে সব সময় এক দল মুসলিম সব সময় ক্রিড়নকে পরিনত হচ্ছে। এমনকি এমন তিক্ত পরিস্কার অভিজ্ঞতার পরেও তারা প্রতিনিয়ত ক্রিড়নক বনে আছে। যদি তারা আল্লাহর ইবাদতে তাকে ভয় করত ও রহমানের শরিয়তে প্রতি নজর দিতো ও তার একত্ববাদের প্রতি নজর দিত! তাহলে তার সার্বভৌত্বের মধ্যে কাউকে শরীক করতো না। যেমন তার ইবাদতে কাউকে তারা শরীক করে না।

বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ স্রোতধারা ধ্বংসের পথে বিলাপকারীতুল্য আহবায়ক হিসেবে মূর্তমান হয়েছে, যা এ উম্মতের মুখলিছ সন্তানদের শরিয়তের হুকুমকে কার্যকর করতে প্রয়াসীদের দমনের হাতিয়ার, যেমন তিউনিসিয়া ও গাজাতে ও অন্যান্য দেশে যা ঘটে চলেছে।

এমনিভাবে উম্মাহ আজ গোড়া, অজ্ঞ ও বাড়াবাড়িকারীদের দ্বারা ফেতনায় পতিত, কখনো তারা আল্লাহর বান্দাদের কাফের সাব্যস্ত করছে, একত্ববাদীদের হত্যা করছে, জিহাদের পরিবেশকে নোংরা করছে, মুজাহিদদের আবেদনকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে, তাদের পথ-পদ্ধতিকে বিকৃত করেছে, আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী।

হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক এ দু'পদ্ধতিতে (গণতন্ত্রবাদী ও বাড়াবাড়ীওয়ালা) চলনেওয়ালাদের থেকে আমরা মুক্ত, এবং এ দুপথের থেকেও আমরা মুক্ত। হে আল্লাহ! উভয় দলকে আপনি হেদায়াত দিন।

হে মুসলিম উম্মাহ!

এটা আপনাদের ঐ সন্তাদের পক্ষ থেকে বার্তা যার মধ্যে কিছু ব্যক্তি মানুষের মনে (শরিয়তে ইসলামীর ব্যাপারে) উছৃংখলতার সন্দেহের বীজ বপন করেছে যার কারণে মানুষ এ পলায়নপর হয়েছে। আমরা আপনার সামনে এমন পথ পেশ করছি যা বিভিন্ন প্রকারের কলঙ্ক ও গোড়ামীর ভ্রান্তি

থেকে পুত:পবিত্র। সুতরাং হে শ্রেষ্ঠ উম্মত! “যাদের নির্বাচন করা হয়েছে মানুষের জন্য” আপনাদের মুজাহিদ সন্তানদের সাথী হোন।
অতপর আমি দৃষ্টি দেব ঐ মুজাহিদ ভাইদের প্রতি যারা ইসলামের সম্মূখদাত। যারা প্রতিনিয়ত সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র ও আল্লাহর শত্র“দের কুটকৌশল প্রত্যেক্ষ করছে। যারা আল্লাহর বন্ধু। শত আফসুস ঐসমস্ত ব্যাক্তিদের জন্য, যারা ফেতনার আগুন প্রজ্বলিত করে। এসমস্ত মুজাহিদ তাদের থেকে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে বা উদাসীন। যারা আলাদা কাতারে দন্ডায়মান ঐ সমস্ত লোকদের থেকে যারা মুজাহিদদের মাঝে লড়াইয়ের আগুন জালিয়ে যাচ্ছে, এ সমস্ত বিষয় পরিস্কার হয়ে গেছে যা গোপন নয়, আল্লাহই সাহায্যকারী।
মুজাহিদ ভাইয়েরা!
জগতের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ আমানত আজ আপানার স্বীয় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আপনারা এমন এক উম্মতের প্রতিরক্ষাকল্পে নিয়োজিত আছেন যাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে মানুষের (কল্যানের) জন্য। এই তো আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, শামের সম্মুখভাগে মুজাহিদগণ মতবিরোধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা একে অপরকে কাফের প্রতিপন্ন করছে। যার কারণে কাপুরুষতা ও প্রভাব হারানোর ভয় রয়েছে যেমন এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন নিয়ম এমনই। আপনাদের দ্বিগুন কর্তব্য হল এ ত্র“টিকে মোচন করা যা দ্বারা জিহাদক্ষেত্র আক্রান্ত। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য যা অত্যান্ত ক্ষতিকর। আমি আহবান করব যতটুকু বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার উন্নতিকল্পে প্রয়াস চালানোর। আর মুজাহিদ ভাইদের এক শামিয়ানার নীচে ফিরিয়ে আনার। বক্রতা ও অপব্যক্ষার যত চিত্র আছে, মতবিরোধপূর্ণ দলাদলির যত দাবী আছে সব বিনাস করার,
ইসলামী জগতের অগ্রভাগের ভাইদের আমি আহবান করব, বিশেষ করে

আপনাদের মধ্যে যারা আলেম-ওলামা অভিজ্ঞ গবেষক রয়েছেন যারা বুঝেন কিভাবে জিহাদের বিকৃতি ঘটে ও তার ফলাফল শূন্য হয়, কিভাবে তারা গোপনে আক্রমন করে যে সমস্ত ব্যক্তিদের মুজাহিদের কাতারে কোন স্থান নাই, যাতে করে তারা মুজাহিদদের পতন ও কাপুরুষতার পথে পরিচালিত করতে পারে। ঐসমস্ত ব্যাক্তি ও অন্যান্যদের আমি আহবান করব জিহাদের ব্যপারে আল্লাহকে ভয় করার জন্য। জিহাদের বিষয় সংশোধনের প্রয়াস চালানোর, যাতে করে উম্মত ও মুজাহিদগণের নিকট সঠিক পথ পরিস্কার হয়ে যাবে, এমন সঠিক পথ যা দ্বারা বিভিন্ন মতবিরোধপূর্ণ মাছআলার ব্যাপারে এক সাথে হক্বের প্রকাশ ঘটে। এটা এমন একটি আমানত যার ব্যপারে সবাই জিজ্ঞাসিত হবে।

ভাইয়েরা আমার আপনারা জেনে রাখুন আমাদের খোরাসানের মুজাহিদ ভাইয়েরা কাফেরদের ও দ্বীনের শত্র“দের গলার কাঁটা হিসেবে অভিভুত হয়েছে। আর তারা আল্লাহর সাহায্যে তাদের দ্বীনের উপর অটল আছেন। তারা নিজেরা পাল্টে যায়নি তাদের নীতিও বদলায়নি, আল্লাহর শোকর তারা ধৈর্য সহকারে এমনভাবে অটল আছেন যে, অধিক হত্যার ফলেও তাদের প্রতিজ্ঞায় ফাঁটল ধরেনি। না কঠিন পরিস্থিতি আর না কোন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, না আঘাতের জুলুমে, না অপবাদে, না কোন প্রোপাগান্ডায়। তারা ভাল করেই জানে এ সমস্ত বিষয় এ পথের জ্ঞাত বিষয়। তারা এ্ও ভাল করে জানে যে অধিক পরীক্ষায় আল্লাহর রহমতে নুসরাত ও বিজয় ও ভূমি কর্তৃত্ব আসে।

এবার শামের সম্মূখভাগের ভাইদের কিছু বলার ইচ্ছা রাখি, যাদের বিভিন্ন প্রতিকিয়তা ও পদ-পদবী প্রবঞ্চিত করেছে। আপনারা আপনাদের আকলকে ব্যবহার করুন, আল্লাহ প্রদত্ত বুঝশক্তিকে কাজে লাগান, স্বাধীনভাবে ইনসাফের ভিত্তিতে সকল বিষয়কে সমাধান করুন। প্রবৃত্তি ও গোড়ামী

থেকে বেচে থাকুন, যা মানুষকে দ্বীন ও আখেরাতে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের জীবন একটাই দু'টা নয়। পথভ্রষ্ট হবার পূর্বে জিহাদের জাহাজকে পতন থেকে রক্ষা করুন নচেৎ প্রবৃত্তির অনুসারীদের দলে ভীরে যাবেন। ফেতনার আগুনকে নির্বাপিত করুন আর মুজাহিদদের মাঝে সম্পৃতি ফিরিয়ে আনুন। সতর্ক থাকবেন যেন আপনাদের ও আপনাদের ভাইদের মাঝে শয়তান যেন বিবাদ লাগিয়ে না দেয়। মুসলমান ও মুজাহিদীনদের রক্ত প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে সাবধান হোন। দুনিয়াতে এটাই প্রভাব-শক্তি নষ্ট হওয়ার ও কাপুরুষতার লক্ষন। আখেরাতে আযাব ও ক্ষতিগ্রস্থ হবার কারন। জাহেল ও সবজান্তাদের অনুসরণ থেকে দূরে থাকুন। এ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারেই আল্লাহর রাসূল বলেছেন: নিজেরাই ভ্রষ্ট, অন্যদের ভ্রষ্ট করছে। "আহলে যিকর" দের প্রশ্ন করুন। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞ লোকদের জ্ঞান থেকে আহরন করুন। বিভিন্ন পদ-পদবী ও জাতীয়তা নামের কারণে যেন আপনারা ধোকাগ্রস্ত না হন। এটা এমন দুনিয়ার সাময়িক কল্পনামাত্র, যা আপনাকে ধোকা দিচ্ছে। যা এমন মরিচিকা যার কারণে আপনি ধ্বংস হবেন। উম্মতের একটি দল এ সমস্ত কাজে লিপ্ত, মুজাহিদের কাতারকে ছিন্ন করে আপনারা তাদের সাথে শরিক হচ্ছেন।

ভাইদের প্রবৃত্তির অনুগামী না হয়ে শরিয়তের অনুসরণ করার আহবান করব। সত্যবাদী আলেমদের অনুসরণ অত্যাবশ্যকীয় করে নিন। নিজেদের মূল্যকে জানুন। আর নিজেরা যা না জানেন তাদের জিজ্ঞাসা করুন। জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমের বিরোধীতা করল, জাহেল ও স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবিদের অনুসরণ করল সে ভয়ংকর বিপদ ও স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পতিত।

ভাইয়েরা আমার জেনে রাখুন! হক্ব কখনো তার অধীনস্তদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে না। আর হকপন্থিরাও বিচ্ছিন্ন হয় প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যতিত।

বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ ব্যতিত কোন বিজয় নিয়ে আসেনা। এটাই আল্লাহর কর্মধারা, যার বিধান পরিবর্তনশীল নয় যার রীতি-নীতিতে পরিবর্তনশীল নয়।

অতপর সত্যবাদী ওলামাদের আহবান করছি, যা তাদের কর্তব্য বিভিন্ন মর্মকে সত্যসুন্দর করে প্রকাশ করে দেয়া। না, একেবারে আম জন-সাধারণের মধ্যে নয়, বরং মুজাহিদ ভাইদের মাঝে, যাতে করে তারা প্রবৃত্তি ও দ্বীনকে একত্রে মানহাজ (জীবন পদ্ধতি) বানিয়ে না ফেলে। বিকৃতি, বাড়াবাড়ির মাঝে সরল পথকে সাব্যস্ত করে দিন। ছাড়া-ছাড়ি ব্যাপারে শরিয়তের হুকুমকে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার দ্বারা প্রমান করে দিন। তা না হলে জিহাদক্ষেত্র জাহেলদের বিচরণক্ষেত্রে পরিনত হবে, আর জ্ঞান ও আলেমের অনুপস্থিতি ঘটবে।

আরেকটি ব্যপার হল যা অত্যান্ত মনো সাথে করা দরকার, আর তা হল বর্তমানে অনেক স্বঘোষিত ফতোয়া দানকারীর আভির্ভাব হয়েছে, যাদের দৃষ্টি জাহেল স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবি ও অজ্ঞাত ব্যক্তিদের প্রতি নিবদ্ধ। তাদের থেকে এমন বিষয় প্রকাশ পায় যা ইলমের ভূবণে কোন সূত্র খুজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে এমন বিষয়ে যা দ্বীনের বিশাল অংশ বিশেষ। আর তা হল আহকাম বা নাম সমূহের ক্ষেত্রে। অনেক মুসলমান তা অস্বিকার করে। এমনকি অনেক শ্রেষ্ঠ মুজাহিদগণও। এবং তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরের রক্তকে হালাল মনে করে নিয়েছেন। এটা এমন একটা বিষয় যদি আমরা ছেড়ে দেই তবে তা বেড়ে যাবে ও অবস্থান মজবুত করে নিবে। এর মাধ্যমে জিহাদক্ষেত্র কলুষিত হবে। তখন আক্রমনের ধরন হয়ে যাবে বিকৃত। আর এ বিপদজনক অবস্থা চলতে থাকলে পরম্পরায় উম্মতের ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর ভয়ংকর প্রভাব ফেলবে। আর আমরা অধিকাংশই এ বিষয়গুলোকে জিহাদের ক্ষেত্র যে বিকৃত হচ্ছে আর মানুষ এর থেকে

পলায়ন করছে এই নিয়তে এদিকে দৃষ্টি দেই না। বিষয়টা শুধু জাহেল ্ও অজ্ঞাতদের ফতোয়া ও যুক্তিই প্রকাশ পাবে শুধু তাই না। বরং এ অবস্থা মানুষকে সত্যবাদী আলেমদের পলায়নপর হতে বাধ্য করবে। আর আল্লাহ এ সমস্ত সত্যবাদী আলেমদের নিকট যে এলম আমানত রেখেছেন তা তাদের থেকে বিবৃত হবে না। তাই আহলে ইলমের জন্য অবশ্য কর্তব্য হল শক্ত হাতে বিষয়গুলোকে প্রতিরোধ করা। তাদের ভাইদের পথবিশ্লেনে ও জ্ঞান দানে নিজেদের নিয়োজিত করা। অবশেষে পরিস্থিতি যেন এমন হয় যে, মুজাহিদদের নিকট শরিয়তের কোন আহকাম অজানা না থাকে। তখন সে মাপতে পারবে যে, উম্মত কাকে দিতে হবে বিকৃত করার অপবাদ আর কে মানহাজ পরিবর্তন সাধনে লীপ্ত।

সাহসের গুন দ্বারা কাজ নিতে হবে। আর আমারা আমাদের ভূল বা সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেদের মুক্ত মনে করি না। বরং সংস্কার ও শুদ্ধ করে নিব যখন আমরা আমাদের দ্বারা ভূল হয়েছে বলে বুঝতে পারব। আর আমরা আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করি না।

অবশেষে আমি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিস্কার করতে চাই:

অনেক শুভাকাঙ্খী আমাদের ধারণপ্রসূত ভৎসনা করে যে, আমাদেরকে - আমাদের শায়খ , আমাদের উম্মতের প্রাজ্ঞাবান, উম্মতের মুজাহিদদের সিপাহসালার, সম্মানিত শায়খ- আয়মান আল জাওয়াহিরী লাঞ্জিত করেছেন। -আল্লাহ তাকে কাফেরদের কণ্ঠনালীর জন্য কাঁটা বানিয়ে রাখুন- আমাদের তার সম্মান ও ইজ্জতের পূণরুদ্ধারে যে ভাষা প্রয়োগ প্রয়োজন তা আমাদের সাধ্যে নেই। শুধু বলব।

আমরা আল্লাহর কাছে সংকীর্ণতায় পতিত হওয়া থেকে পানাহ চাই । আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة

যে তার ভাইয়ের ইজ্জতের উপর আক্রমনে জবাব ফিরিয়ে দেবে,

কিযামতের দিন আল্লাহ তা’আলা তার চেহেরা থেকে জাহান্নামের আগুন সরিয়ে দিবেন।
কিন্তু আমাদের সে অধিকার নাই। কারণ শায়খ তার ভাইদের ”চুপ থাকার” আদেশ করেছেন। তার পক্ষ থেকে জবাব না দেবার আদেশ করেছেন। তার উপর যে মুসিবত পতিত হচ্ছে তার জন্য সওয়াবের আশা করছেন উম্মতের ইসলাহের নিয়তে। আর এ কামনায় যে, আল্লাহ পরিস্থিতি সংশোধন করে দিবেন, আর ফিতনাকে মিটিয়ে দিবেন। আল্লাহ তার সুন্দর নিয়তের দ্বারা তার বিরুদ্ধে কথিত বিষয়ের জবাব থেকে তাকে ক্ষ্যান্ত রেখেছেন। এবং তিনি তাকে সাহায্য করছেন এবং তাকে শক্তি যোগাচ্ছেন।
শায়খে বর্তমান হালত হল রাসূলে এই হাদীসের অনুরূপ
ক্ষমার মাধ্যমে বান্দাকে আল্লাহ ইজ্জত বাড়াতেই থাকেন।
হে আল্লাহ! এই উম্মতকে তুমি এমন পথ প্রদর্শন কর যার মাধ্যমে আপনার আনুগত্যশীল বান্দারা ইজ্জতপ্রাপ্ত হয়। আর অবাধ্যাচারনকারীরা লাঞ্চিত হয়। হে আল্লাহ! তুমি মুসলিমদের কয়েদিদের মুক্তি দাও। এবং হক্বে উপর অটল থাকার তাওফিক দাও , হে সম্মানিতদের চেয়ে সম্মানিত! হে আল্লাহ! আপনি আপনার মুজাহিদ বান্দাদের সব জায়গায় সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের যারা ইসলামে অগ্রসেনানী শামে, সুমালিয়ায়, ইয়ামানে, মিশরে, মাগরিবে, ইরাকে, আফগানিস্থানে, চেচেনে, বার্মায়, তুর্কিস্থানে ও অন্যান্য জায়গায় সাহায্য করুন। আর আমাদের শেষ কথা হলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা’আলার জন্য।